শয়নে ছিলেন শ্রীযশোবন্ত ঠাকুর।
অন্নপূর্ণা বসিলেন নিকটে প্রভুর।।
পদসেবি প্রণমিয়া করি জোড় পাণি।
পদ-পার্শ্বে শয়ন করিল ঠাকুরাণী।।
অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণী ছিলেন শয়নে।
কৃষ্ণদাস পুত্র কোলে আনন্দিত মনে।।
রাম, কৃষ্ণ মুখে বলে কোলে কৃষ্ণদাস।
প্রভুর অগ্রজ যিনি ভুবন প্রকাশ।।
দ্বাপরেতে সংকর্ষণ যিনি বলরাম।
আপনি অনন্ত শক্তি সুন্দর সুঠাম।।
সেই অংশে বিশ্বরূপ গৌরঙ্গ লীলায়।
শচীগর্ভে জনমিল এসে নদীয়ায়।।
গৃহত্যাগী অনুরাগী সন্ন্যাসী হইল।
পুত্রশোকে শচীমাতা কাঁদিয়া ফিরিল।।
যদ্যপিও বিষ্ণু-অংশে স্বয়ং অবতার।
কেহ না শোধিতে পারে মাতৃ ঋণ ধার।।
যখন গৌরাঙ্গ গেল মা'কে তেয়াগিয়া।
কড়ার দিলেন জন্ম লইব আসিয়া।।
কিছু না বলিয়া বিশ্বরূপ উদাসীন।
তার জন্য শচীমাতা কাঁদে রাত্রি দিন।।
সে কারণ মাতৃসেবা অপরাধ ছিল।
সেই ঋণ শোধিবারে জনম লভিল।।
স্বয়ং এর অবতার হয় যেই কালে।
আর আর অবতার তা'তে এসে মিলে।।
যিনি হ'ন বিশ্বরূপ গৌরাঙ্গ লীলায়।
তিনি কৃষ্ণদাস যশোবন্ত পুত্র হয়।।
একমাত্র পুত্র নব-বর্ষ কৃষ্ণদাস।
এক পুত্রে সুখী মাতা নাহি অন্য আশ।।
এহেন সময় প্রভুর মনে হৈল আশ।
অন্নপূর্ণা গর্ভসিন্ধু ইন্দু পরকাশ।।
নানারূপ বিভীষিকা দেখে অন্নপূর্ণা।
শচীমাতা নিদ্রাযুক্তা নহে অচৈতন্যা।।
জাগরিতা যেন কিছু নিদ্রার আবেশে।
দেখে যেন জয়ধ্বনি হয় সর্ব্বদেশে।।
যশোবন্ত বলে 'প্রিয়ে! শুনহে বচন।
যেইরূপ আমার মনে জাগে সর্বক্ষণ।।
নবীন মেঘের বর্ণ বনমালা গলে।
ভৃগুপদ-চিহ্ন দেখা যায় বক্ষঃস্থলে।।
পীতাম্বরধারী কোকনদ পদাম্বুজে।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শোভে চতুর্ভুজে।।
এইরূপ আভা মম হৃদয় পশিয়া।
সে যে তব কোলে বৈসে দ্বিভুজ হইয়া'।।
ঠাকুরাণী বলে 'নাথ! নিশার স্বপন।
নিশাকালে প্রকাশ না করে বুধজন।।
কৃষ্ণময় চিত্ত তব কৃষ্ণপ্রতি আর্ত্তি।
শয়নে স্বপনে দেখ ঈশ্বর শ্রীমূর্ত্তি'।।
ঠাকুর বলেন প্রিয়ে! নহেত যামিনী।
উদয় হইল দীপঙ্কর দিনমণি'।।
ঠাকুরাণী বলে 'এতো বাতুল-লক্ষণ।
কিম্বা দানবের কার্য্য না বুঝি কারণ'।।
ঠাকুর বলেন যদি 'বাতুল-লক্ষণ'।
তবে কেন দেখিলাম মুরলীবদন?
ঠাকুরাণী বলে 'তবে জ্যোতির্ম্ময় রূপ।
সেরূপ দেখিয়া ভাব দিবার স্বরূপ'।।
শত সূর্য্যসম রশ্মি বায়ুতে মিশিল।
অন্নপূর্ণা গর্ভে জ্যোতিঃ প্রবেশ করিল।।
এহেন প্রকারে মাতা হৈল গর্ভবতী।
স্বয়ং এর ইচ্ছাক্রমে বায়ুগর্ভে স্থিতি।।
শুভগ্রহ নক্ষত্র শুভলগ্ন আসিল।
মাহেন্দ্র সুযোগে প্রভু ভুমিষ্ঠ হইল।।
আমি হরি! আমি হরি! আমি হরি বলে।
স্বয়ং আসিল এবে অন্নপূর্ণা কোলে।।
বারশ' আঠার সাল শ্রীমহাবারুণী।
কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথি সে ফাল্গুনী।।
হরিসাল বলি সাল ভক্তগণে গণে।
নাহিক বৈদিক ক্রিয়া শ্রীবারুণী দিনে।।